সমকাল

06 OCT 2025

টানা দুই মাস কমলো রপ্তানি আয়

সমকাল প্রতিবেদক

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাসেই পণ্য রপ্তানিতে কিছুটা হোঁচট আসে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগস্টে রপ্তানি আয় কমে যায় ৩ শতাংশের মতো। চলতি অর্থবছরের তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরেও সে ধারাই বজায় থাকল। সেপ্টেম্বরে রপ্তানি আয় গত বছরের একই মাসের তুলনায় কমেছে ৫ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ৩৬৩ কোটি ডলারের, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরে ছিল ৩৮০ কোটি ডলারেরও বেশি। অর্থাৎ রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৭ কোটি ডলার।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে আগের বছরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি কমেছে ৬ শতাংশের মতো। মূলত পোশাকের রপ্তানি এ হারে কমে যাওয়ার প্রভাবে সার্বিক রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক ধারা চলছে। পোশাকের রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে ২৮৪ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ৩০১ কোটি ডলার।

একক মাসের হিসাবে সেপ্টেম্বরে রপ্তানি কমলেও অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেড়েছে। এর বড় কারণ অর্থবছরের প্রথম মাসে জুলাইয়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয় ২৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি হয়েছে এক হাজার ২৩১ কোটি ডলারের পণ্য। গত অর্থবছরের এই প্রান্তিকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার ১৬৬ কোটি ডলারের।

জুলাইয়ের পর হঠাৎ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং অস্বস্তিকে দায়ী করছেন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। এ প্রসঙ্গে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, মার্কিন ব্র্যান্ড ক্রেতারা অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কের একটি অংশ বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যা বহন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে অনেক ক্রেতা নতুন করে রপ্তানি আদেশ দিচ্ছে না। তার মতে, রপ্তানির এই ধীরগতি আগামী দুই থেকে তিন মাস অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা নতুন শুল্ক কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে রপ্তানি আবার বাড়বে। এ সময়টায় রপ্তানিকারকদের ধৈর্য সহকারে ক্রেতাদের যে কোনো ধরনের চাপ মোকাবিলা করতে হবে।

ইপিবির তথ্য-উপাত্ত বলছে, তৈরি পোশাকের বাইরে রপ্তানি তালিকার বড় পণ্যের বেশির ভাগেরই রপ্তানি আয় কমেছে সেপ্টেম্বরে। মাসটিতে কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ১০ কোটি ১৯ লাখ ডলারের কৃষিপণ্য। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪৪ লাখ ডলার।

ওষুধ রপ্তানি কমেছে ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে এক কোটি ৮০ লাখ ডলারের ওষুধ। গত বছরের সেপ্টেম্বের যা ছিল ১ কোটি ৯৮ লাখ ডলার। পাটপণ্যের রপ্তানি কমেছে ১ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে সাত কোটি ৪৩ লাখ ডলারের পণ্য, যা আগের বছরের সেপ্টেম্বরে ছিল সাত কোটি ৫১ লাখ ডলার।

তবে চামড়া ও চামড়া পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে সেপ্টেম্বরে। আগের বছরের একই মাসে রপ্তানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াপণ্য। আগের বছরের একই মাসে যা ছিল আট কোটি ৭৯ লাখ ডলার।

প্রথম আলো

0 6 OCT 2025

দেশের পণ্য রপ্তানির চিত্র

খাতভিত্তিক রপ্তানি

হিসাব জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত;
রপ্তানির পরিমাণ কোটি ডলারে

খাত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	প্রবৃদ্ধি
তৈরি পোশাক	৯৫১	৯৯৭	৪.৭৯%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	২৯	৩২	১০.৬০%
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	২৭	২৮	১.৫৪%
হোম টেক্সটাইল	১৯	২১	৭.৯৮%
পাট ও পাটজাত পণ্য	১৮	১৯	৩.৭৩%

সূত্র : ইপিবি

টানা দুই মাস পণ্য রপ্তানি কমল

ইপিবির তথ্য

গত মাসে তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াবিহীন জুতা এবং প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পণ্য রপ্তানি আয়ে দীর্ঘদিনের স্বস্তি এখন যেন বাংলাদেশকে অস্বস্তিকর সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বেশ কয়েক মাস ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির পর গত জুনে দেশের রপ্তানি কমে যায়। পরের মাস জুলাইয়ে রপ্তানি বাড়লেও আগস্ট-সেপ্টেম্বর দুই মাসে আবার কমেছে।

সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে ৩৬৩ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই রপ্তানি গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ কম। গত আগস্টে রপ্তানি কমেছিল প্রায় ৩ শতাংশ। অবশ্য তারপরও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল রোববার পণ্য রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। তবে তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াবিহীন জুতা ও প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি কমায় সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশ থেকে মোট ১ হাজার ২৩১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি গত আগস্টে কমলেও সেপ্টেম্বরে ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। রপ্তানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের পণ্য, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি।

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট ৯২ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের চামড়ার জুতা, ১০ কোটি ডলারের চামড়ার পণ্য ও ৩ কোটি ডলারের চামড়া। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ।

জানতে চাইলে চামড়াজাত পণ্যসহ জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন এলএফএমইএবির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে চামড়া পণ্য ও জুতার ক্রয়াদেশ কম থাকে। তবে চীনের চেয়ে পাল্টা শুল্কে তুলনামূলক কম থাকায় দেশটি থেকে মার্কিন ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে। অনেক কারখানা বর্তমানে নতুন ক্রয়াদেশ নিয়ে দর-কষাকষি করছে। ফলে আশা করা যায়, শিগগিরই রপ্তানি আরও বাড়বে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চলতি অর্থবছরের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সাড়ে ২৪ শতাংশ। পরের মাসে রপ্তানি কমে পৌনে ৫ শতাংশ। আর গত মাসে রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ২৮৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সার্বিকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৯৯৭ কোটি ডলারের, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানি হয়েছিল ৯৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান নতুন ক্রয়াদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তারা অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কের একটি অংশ বাংলাদেশি সরবরাহকারীদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। তার কারণ চীনা ও ভারতীয় সরবরাহকারীরা মার্কিন বাজারে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এই বাজারে রপ্তানি বাড়াতে তৈরি পোশাকের কম দাম অফার করছে। এসব কারণে তৈরি পোশাকের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ হাতেম আরও বলেন, 'আমরা আশঙ্কা করছি, রপ্তানিতে ধীরগতি আগামী দুই থেকে তিন মাস অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা নতুন শুল্ক কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে, আমাদের রপ্তানি আবারও পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করছি।'

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি দুই মাস ধরে কমছে। গত মাসে ১০ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ কম।

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ২৭ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেশি। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ২৭ কোটি ২৪ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। গত অর্থবছরে এই খাতের রপ্তানি ছিল ৯৯ কোটি ডলার।

এদিকে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি গত আগস্টে ইতিবাচক ধারায় থাকলেও সেপ্টেম্বরে কমেছে। গত মাসে রপ্তানি হয়েছে ৬ কোটি ৭৬ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৫৪ শতাংশ কম। নতুন অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ২১ কোটি ডলারের হোম টেক্সাটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ বেশি।

এ ছাড়া গত জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১৬ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্য, ১৩ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ১২ কোটি ৬১ লাখ ডলারের হিমায়িত খাদ্য এবং ৭ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

বণিক বার্তা

06 OCT 2025

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-২৬

অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে পণ্য রফতানি প্রবৃদ্ধি নেমেছে ৫.৬৪ শতাংশে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের পণ্য রফতানি খাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১২ মাস শেষ করে নেতিবাচক বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দিয়ে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রফতানি কমেছিল ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ। যা গত পাঁচ অর্থবছরের একই সময়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রফতানি প্রবৃদ্ধি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে গতকাল প্রকাশিত হালনাগাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে এ চিত্র দেখা গেছে।

গতকাল জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে রফতানি হয়েছে ১ হাজার ২৩১ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয় ১ হাজার ১৬৫ কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে চলতি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে বা পণ্য রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ১১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এক অংকে নেমে প্রবৃদ্ধি হয় ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। ওই অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে হয় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি—৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ। যদিও গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এ হিসাবেই ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেই গত পাঁচ অর্থবছরের একই সময়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে, ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

দেশের রফতানি খাতের প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক। যা মোট

অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'বছরের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ধাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক রফতানি আয়েও প্রতিফলিত হয়েছে।'

তৈরি পোশাক খাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, কারণ বেশির ভাগ ক্রেতাই নতুন করে কোনো অর্ডার দিচ্ছে না—এ তথ্য উল্লেখ করে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'তারা এখন অতিরিক্ত ২০ শতাংশ রেসিপ্রোকাল শুল্কের একটি অংশ বাংলাদেশী সরবরাহকারীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। রফতানিকারকদের পক্ষে এ অতিরিক্ত চাপ বহন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কারণ তারা এরই মধ্যে প্রাথমিক শুল্ক সমন্বয় এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাবসহ বিভিন্ন ধরনের চাপে রয়েছে।'

বাংলাদেশের রফতানিকারকরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অন্যান্য বাজারেও কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে বলে জানান হাতেম। তিনি বলেন, 'চীনা ও ভারতীয় প্রস্তুতকারকরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এসব বাজারে রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমরা আশঙ্কা করছি, এ ধীরগতি আগামী দুই-তিন মাস অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা নতুন শুল্ক কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আমাদের রফতানি আবারো পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করছি। এ সময়ে রফতানিকারকদের ধৈর্য সহকারে ক্রেতাদের যেকোনো ধরনের চাপ মোকাবেলা করতে হবে।'

গত ৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রফতানি প্রবৃদ্ধি

অর্থবছর	প্রবৃদ্ধি %
২০২১-২২	১১.৩৭
২০২২-২৩	৬.১৭
২০২৩-২৪	-৮.৯৪
২০২৪-২৫	৭.৬৮

সূত্র: ইপিবি

গত সেপ্টেম্বরে বিশ্ববাজারে মোট ৩৬২ কোটি ৭৫ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে রফতানি হয়েছিল ৩৮০ কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে অর্থমূল্য বিবেচনায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ কম রফতানি হয়েছে।

চলতি বছরের আগস্টেও ২০২৪ সালের এ মাসের তুলনায় মোট রফতানি কম হয়েছিল ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। ওই সময় ইপিবি জানিয়েছিল, অর্থবছরের শুরুতে রফতানি পারদর্শিতায় দৃঢ়তা দেখালেও বিশ্ববাজারে চাহিদার ওঠানামা ও পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতি বাংলাদেশের রফতানি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

গত সেপ্টেম্বরে রফতানির সবচেয়ে বড় পণ্য খাত তৈরি পোশাকের রফতানি প্রবৃদ্ধি কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। কৃষিপণ্যের রফতানি কমেছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি কমেছে ১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। হোম টেক্সটাইল পণ্যের রফতানি কমেছে শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রধান পাঁচ রফতানি পণ্যের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ছাড়া অন্য সব পণ্যের রফতানিতে নেতিবাচক বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থমূল্য বিবেচনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের মোট রফতানির ৮১ শতাংশই ছিল তৈরি পোশাক। তিন মাসে তৈরি পোশাকের রফতানি গত অর্থবছরের একই

উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে গতকাল প্রকাশিত হালনাগাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে এ চিত্র দেখা গেছে।

গতকাল জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে রফতানি হয়েছে ১ হাজার ২৩১ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয় ১ হাজার ১৬৫ কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে চলতি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে বা পণ্য রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ১১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এক অংকে নেমে প্রবৃদ্ধি হয় ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। ওই অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে হয় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি—৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ। যদিও গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এ হিসাবেই ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেই গত পাঁচ অর্থবছরের একই সময়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে, ৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

দেশের রফতানি খাতের প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক। যা মোট রফতানির ৮০ শতাংশেরও বেশি। ফলে এ পণ্যের রফতানির গতিপ্রকৃতি সার্বিক রফতানিতে প্রভাব ফেলে। পাঁচ অর্থবছরের মধ্যে মোট রফতানিতে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধির কারণও তৈরি পোশাক—এমনটিই মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। এ মতামত ইপিবির পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এ মাসের তুলনায় পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ। জুলাই-আগস্ট দুই মাসে প্রবৃদ্ধি হয় ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ। আর জুলাই-সেপ্টেম্বর এ তিন মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। একক মাসভিত্তিক পরিস্থিতিও নেতিবাচক। আগস্টে পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঋণাত্মক ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স

ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। রফতানিকারকদের পক্ষে এ অতিরিক্ত চাপ বহন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কারণ তারা এরই মধ্যে প্রাথমিক শুল্ক সমন্বয় এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাবসহ বিভিন্ন ধরনের চাপে রয়েছে।'

বাংলাদেশের রফতানিকারকরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অন্যান্য বাজারেও কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে বলে জানান হাতেম। তিনি বলেন, 'চীনা ও ভারতীয় প্রস্তুতকারকরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এসব বাজারে রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমরা আশঙ্কা করছি, এ ধীরগতি আগামী দুই-তিন মাস

গত ৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রফতানি প্রবৃদ্ধি

অর্থবছর	প্রবৃদ্ধি %
২০২১-২২	১১.৩৭
২০২২-২৩	৬.১৭
২০২৩-২৪	-৮.৯৪
২০২৪-২৫	৭.৬৮
২০২৫-২৬	৫.৬৪

সূত্র: ইপিবি

সেপ্টেম্বরে রফতানি হয়েছিল ৩৮০ কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে অর্থমূল্য বিবেচনায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ কম রফতানি হয়েছে।

চলতি বছরের আগস্টেও ২০২৪ সালের এ মাসের তুলনায় মোট রফতানি কম হয়েছিল ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। ওই সময় ইপিবি জানিয়েছিল, অর্থবছরের শুরুতে রফতানি পারদর্শিতায় দৃঢ়তা দেখালেও বিশ্ববাজারে চাহিদার ওঠানামা ও পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতি বাংলাদেশের রফতানি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। গত সেপ্টেম্বরে রফতানির সবচেয়ে বড় পণ্য খাত তৈরি পোশাকের রফতানি প্রবৃদ্ধি কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। কৃষিপণ্যের রফতানি কমেছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি কমেছে ১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। হোম টেক্সটাইল পণ্যের রফতানি কমেছে শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রফতানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রধান পাঁচ রফতানি পণ্যের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ছাড়া অন্য সব পণ্যের রফতানিতে নেতিবাচক বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থমূল্য বিবেচনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের মোট রফতানির ৮১ শতাংশই ছিল তৈরি পোশাক। তিন মাসে তৈরি পোশাকের রফতানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রফতানি পণ্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ। কৃষিপণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। হোম টেক্সটাইল পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ। মোট রফতানির ৮৭ দশমিক ৪ শতাংশ জুড়েই ছিল এ পাঁচ পণ্য।

ইপিবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের ওভেন পণ্যে নিটওয়্যারের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কৃষিপণ্যের মধ্যে ফল ও সবজি রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ব্যাপক হারে—যথাক্রমে ৬৯ ও ৪৭ শতাংশ। চামড়াজাত পণ্যে রফতানি হয়েছে ২৮ দশমিক ৮০ শতাংশ। পাটজাত সুতা রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ, পাটের বস্তা রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬১ শতাংশ।

Empowering non-bonded industries for export growth

FERDAUS ARA BEGUM

The government issued a Statutory Regulatory Order (SRO) recently, introducing a new facility for industries without bonded warehouses. This allows duty-free import of raw materials for exports against an unconditional bank guarantee of equal value, subject to specific conditions. The policy expands duty-free access beyond the readymade garment sector, creates space for SMEs to integrate into global value chains, and encourages sector associations to build technical capacity to support their members.

However, several challenges remain. The certification process for value addition is unclear, and bureaucratic hurdles make it difficult to extend export timeframes. Many associations lack the technical capacity to justify input-output norms, while key sectors such as agro-processing, handicrafts, pharmaceuticals, and ceramics remain excluded. Handicraft exports, which often depend on telegraphic transfer (TT) payments, could be included if the policy interpretation is broadened. As the SRO mentions TT, and since many handicraft exports to markets like Japan are conducted through this payment mode, the sector could benefit if permitted.

Industrial Import Registration Certificate (IRC) requirements could also pose problems. Many small exporters operate as traders, sourcing products from manufacturers, but they may not hold an industrial IRC, leaving them ineligible for the facility. SMEs dependent on trader-export models could therefore face compliance and documentation barriers.

Among the conditionalities, exporters must present a buyer contract, letter of credit, or advance TT. The policy was incorporated into the import policy's Chapter 4(8), sub-clauses (ao) and (aaa) under (jo). The National Board of Revenue often takes considerable time to issue official acknowledgements for partial exporters seeking duty-free import of raw materials.

The SRO specifies that the buying-selling contract must be submitted with endorsement from a lien bank, to be integrated through the VAT Administration System (iVAS). The unconditional bank guarantee from the lien bank must be submitted to customs stations, and the minimum value addition must be 30 percent. However, it is still unclear who will issue the value addition certificate. The import policy states that the Bangladesh Trade and Tariff Commission is responsible for issuing it.

To determine the input-output coefficient, information such as HS codes, units, related import materials, and the quantity of each input required (including wastage) to produce one unit of product must be provided. Commissioners may engage universities or specialised organisations to verify these coefficients, with costs borne by importers. Empowering relevant associations will

The Daily Star
06 OCT 2025

free import of raw materials.

The SRO specifies that the buying-selling contract must be submitted with endorsement from a lien bank, to be integrated through the VAT Administration System (iVAS). The unconditional bank guarantee from the lien bank must be submitted to customs stations, and the minimum value addition must be 30 percent. However, it is still unclear who will issue the value addition certificate. The import policy states that the Bangladesh Trade and Tariff Commission is responsible for issuing it.

To determine the input-output coefficient, information such as HS codes, units, related import materials, and the quantity of each input required (including wastage) to produce one unit of product must be provided. Commissioners may engage universities or specialised organisations to verify these coefficients, with costs borne by importers. Empowering relevant associations will therefore be crucial.

The SRO currently covers eight sectors: furniture, electronics, food processing, light engineering, steel products, plastic products, leather goods, and garments. Some associations already have the technical capacity to determine input-output coefficients, while others will need support to develop it. According to the import policy, the Export Promotion Bureau or the relevant sponsoring authority should issue notifications regarding raw material entitlements.

Notably absent from the list are sectors such as MS rods or bars, prefabricated buildings, cement, cables, paints, lubricants and fuel oils, office equipment, air conditioners, household goods, and particle boards. This exclusion may be due to lower value addition or other policy considerations. The SRO specifies a nine-month export period, extendable by three months upon application to the relevant Customs, Excise, and VAT commissionerate. However, this process risks becoming bureaucratic, forcing businesses to rely on administrative discretion each time.

SMEs have long been excluded from duty-free import facilities through bonded warehouses. This raises their input costs, reduces competitiveness, and limits participation in global value chains. Without targeted reforms, SMEs risk being sidelined in the country's export diversification and post-LDC transition.

Global experience from countries such as Vietnam, India, and Singapore shows that inclusive and modernised bonded warehouse frameworks can significantly lower costs, expand SME participation, and support industrial upgrading.

Clarifying institutional responsibilities for issuing value-addition certificates, expanding sectoral coverage, simplifying export timeframe extensions through automatic approvals for compliant firms, and strengthening association capacity to validate input-output coefficients would all help non-bonded industries.

This new facility is a step forward in making export incentives more inclusive. But unless the policy is clarified and broadened, small industrial enterprises will remain disadvantaged. For Bangladesh to achieve true export diversification and post-LDC resilience, reforms must focus on SME competitiveness, institutional clarity, and sectoral inclusion.

The writer is CEO at Business Initiative Leading Development (BUILD)

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঢাকা।

The Daily Star
06 OCT 2025

Exports fall for second month

September shipment down 4.6% YoY to $3.62b as Trump tariffs weighed on US orders

REFAYET ULLAH MIRDHA

The country's merchandise exports fell for the second consecutive month in September, due mainly to a decline in garment shipments to the American market following higher tariffs imposed by US President Donald Trump.

In September, exports dropped 4.6 percent year-on-year to $3.62 billion, according to data released by the Export Promotion Bureau (EPB) yesterday.

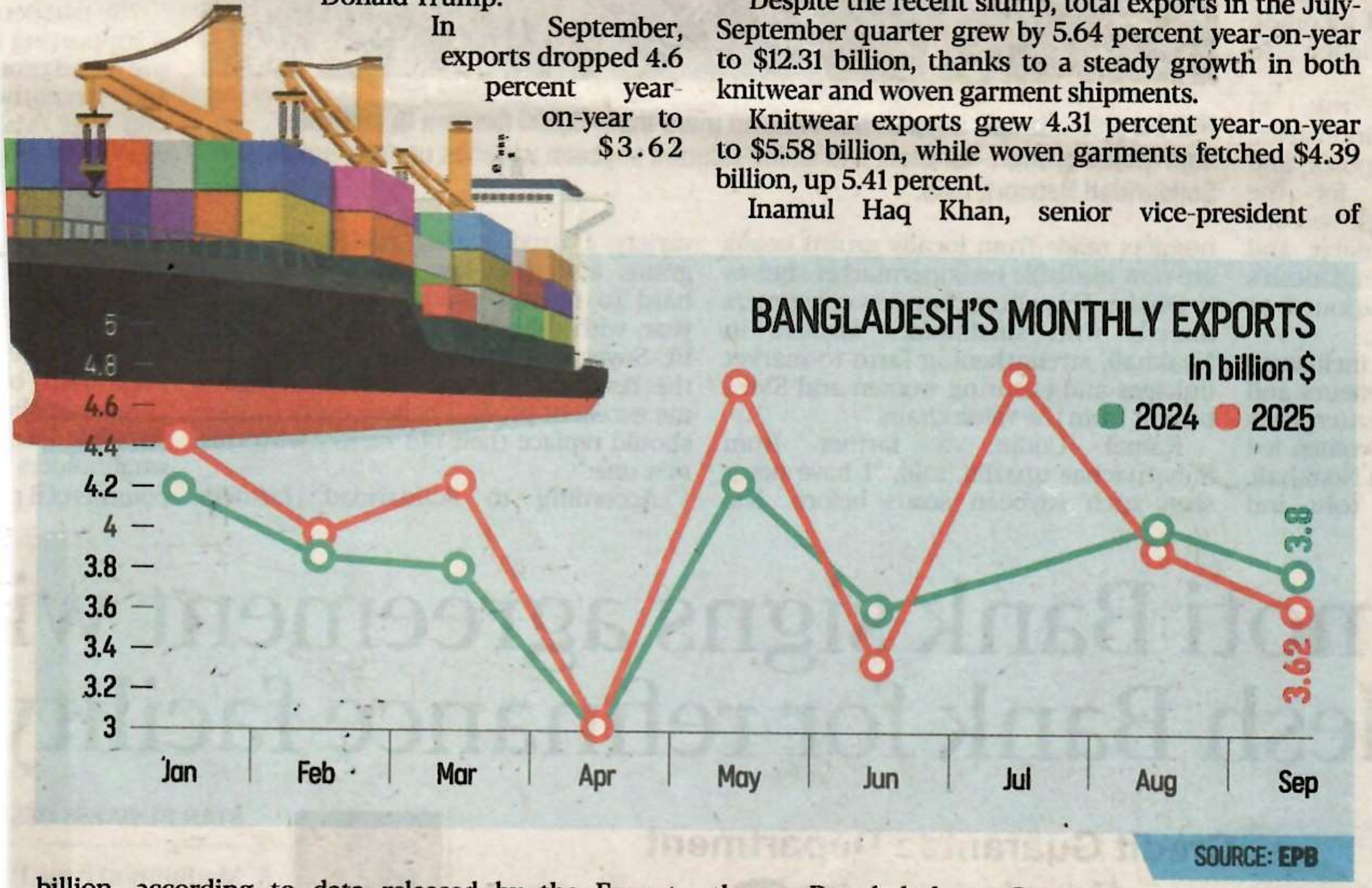

Garment exports, which account for about 84 percent of the country's annual export earnings, fell by 5.66 percent to $2.83 billion.

Of this, knitwear shipments brought in $1.63 billion, down 5.75 percent from a year earlier, while woven garments earned $1.20 billion, a 5.54 percent decline.

In August, the country's overall shipments had already fallen by 2.9 percent to $3.91 billion.

Despite the recent slump, total exports in the July-September quarter grew by 5.64 percent year-on-year to $12.31 billion, thanks to a steady growth in both knitwear and woven garment shipments.

Knitwear exports grew 4.31 percent year-on-year to $5.58 billion, while woven garments fetched $4.39 billion, up 5.41 percent.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), blamed higher tariffs by the US administration for the recent decline in exports.

"Drop in exports in August and September is normal as we predicted it earlier," he said. "Because it is the time for adjustment of the reciprocal tariff by the US garment importers, as they feared a higher tariff rate."

Besides, demand among US consumers has weakened due to higher retail prices following the new duty, as the additional costs were passed on to end buyers, said Khan.

According to local exporters, many American retailers and brands had increased orders between April and early August, when the baseline tariff stood at 10 percent, in anticipation of the rate hike that took effect on

BGMEA Senior Vice-President Khan said that July to September is typically a lean period for shipments, adding that exports to Europe, which are worth more than $25 billion annually, remained stable.

"However, the future prediction of garment items export is bright as the US-based buyers are coming with a good volume of work orders to the local exporters," he added.

Shovon Islam, managing

continues to face lower tariffs of around 20 percent compared with competing countries such as Vietnam and India.

The future of garment exports is bright as US buyers are coming with a good volume of orders to local exporters

"Even the local mills are facing the crisis of jute in the domestic markets, as the production is also low compared with demand," he said.

In the July-September quarter, jute and jute goods exports still rose 3.73 percent to $192.89 million, though September alone saw a 1.04 percent decline.

Meanwhile, leather and leather goods exports increased 10.6 percent year-on-year to $319.74

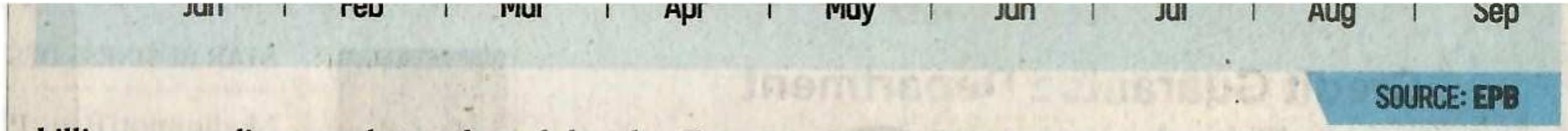

billion, according to data released by the Export Promotion Bureau (EPB) yesterday.

Garment exports, which account for about 84 percent of the country's annual export earnings, fell

the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), blamed higher tariffs by the US administration for the recent decline in exports.

"Drop in exports in August and September is normal as we predicted it earlier," he said. "Because it is the time for adjustment of the reciprocal tariff by the US garment importers, as they feared a higher tariff rate."

Besides, demand among US consumers has weakened due to higher retail prices following the new duty, as the additional costs were passed on to end buyers, said Khan.

According to local exporters, many American retailers and brands had increased orders between April and early August, when the baseline tariff stood at 10 percent, in anticipation of the rate hike that took effect on August 7.

By importing larger volumes before the new rates were enforced, US buyers reduced their orders later, leading to the export slowdown in August and September, they said.

BGMEA Senior Vice-President Khan said that July to September is typically a lean period for shipments, adding that exports to Europe, which are worth more than $25 billion annually, remained stable.

"However, the future prediction of garment items export is bright as the US-based buyers are coming with a good volume of work orders to the local exporters," he added.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, also expressed optimism over future orders.

He said buyers are adjusting to the new tariff regime and are expected to place higher volumes of orders soon, as Bangladesh continues to face lower tariffs of around 20 percent compared with competing countries such as Vietnam and India.

The future of garment exports is bright as US buyers are coming with a good volume of orders to local exporters

Md Abul Hossain, chairman of the Bangladesh Jute Mills Association, said jute and jute goods exports declined in September due to a shortage of raw jute in the market.

"Even the local mills are facing the crisis of jute in the domestic markets, as the production is also low compared with demand," he said.

In the July-September quarter, jute and jute goods exports still rose 3.73 percent to $192.89 million, though September alone saw a 1.04 percent decline.

Meanwhile, leather and leather goods exports increased 10.6 percent year-on-year to $319.74 million in the first quarter of the fiscal year 2025-26.

Shipments of frozen and live fish, agricultural products and pharmaceuticals also performed well, according to EPB data.

The Financial Express
06 OCT 2025

Urgency of diversifying country's exports

Whether Bangladesh succeeds in getting a deferment of its LDC graduation or ignores the UN's reassessment by January 2026, it must redouble its efforts to diversify exports keeping in mind the path taken by Vietnam

writes
Syed Fattahul Alim

Following a formal request from the interim government, the UN is going to carry out an independent review of the state of the country's economy prior to its graduation from LDC status scheduled for November 2026. The government's request came in response to the country's top business and trade organisations' demand for deferment of Bangladesh's graduation from its current LDC status by five to six years so the economy could get itself adequately prepared to undertake new responsibilities and risks in the post-graduation phase to ensure that the transition leads to lasting success. The post-graduation challenges include, for instance, the loss of duty-free access to its largest overseas export market, the European Union (EU). The preferential treatment that Bangladeshi export goods now enjoy in the EU market would be withdrawn at the end of the three years' post-graduation grace period in 2029. The concern is after 2029, the EU would impose 12 per cent tariff on our export products. That could lead to a 6.0 to 14 per cent drop in exports, the business leaders fear. Exports to Japan and Canada would also face higher tariffs. Obviously, as a consequence Bangladeshi exportable goods would lose their competitiveness in the international market. So, to avoid such prospects, the business community has been pushing for the deferment of the LDC graduation. At a press conference held in late August this year, the trade bodies in favour of deferment expressed optimism that the extended period, if granted, would provide them with greater scope for export diversification, development of skilled manpower in automation and artificial intelligence and thereby build capacity for facing future challenges and thus ensure sustainable competitiveness in the global market. Also, the added concern was that post-graduation, the World Trade Organization (WTO)'s special and differential treatment would end rendering patent rules stricter for Bangladesh's pharmaceutical sector and thereby increase compliance costs. So, if the graduation time is extended by five to six years as requested by trade leaders, Bangladesh could meanwhile get the opportunity to secure trade deals with different countries as well as economic blocs, the business leaders believed.

The independent UN review will be carried out by an international consultant in collaboration with a Bangladeshi expert so as to ensure a comprehensive and balanced evaluation of the economy. The review is expected to start within a month and concluded by mid-January 2026. However, according to experts, though the UN review would be helpful for Bangladesh's case for deferment, yet there is no guarantee that it would lead to the expected result. But Bangladesh can still argue in favour of deferment showing that the Solomon Islands' graduation was deferred on the grounds of the island nation's vulnerability to climate change. On the other hand, Angola's graduation was deferred as the price of oil, the mainstay of the country's economy, fell sharply. In that case, there is no reason why Bangladesh cannot make its case, since it is also a nation highly vulnerable to climate change. Moreover, it has recently underwent a violent political change following a student-led upsurge in July 2024. So, the arguments in support of deferment of Bangladesh's LDC graduation seem sufficiently persuasive. Bangladesh can also put the argument to the visiting UN team that the country's readiness in accordance with its Smooth Transition Strategy (STS) is still not satisfactory if only due to last year's violent political transition and uncertain economic situation.

Notably, Bangladesh's first deferment of graduation until 2026 came through an assessment in 2021. Initially, a transition period of three years was granted, which was later extended for five years as a fallout from the severe Covid-19 pandemic.

While Bangladesh should spare no effort to delay its graduation for a period necessary for its preparation, it should not also forget to intensify its endeavours to diversify its exports base. Unfortunately, during the last two decades, the successive governments failed to make any tangible progress in this regard. However, three projects which have some links to expanding the country's narrow export base have been implemented thanks to the loans provided by the multilateral lenders. These are in addition to the 'One District One Product' initiative taken at the government level. But the immense potential of the leather and leather goods, pharmaceuticals and light engineering products has remained largely untapped. The weakest spot of the Bangladesh's export sector being its practically total dependence on the Readymade Garment (RMG) sector, which earns about 85 per cent of the country's export revenue, needs urgent addressing. Multilateral loan, for instance, from the World Bank (WB) worth US$48 million for an export diversification project, which was implemented between 1999 and 2024, helped diversify only RMG-based exports. Meanwhile, the share of the knitwear subsector grew to US$2.0 billion by 2023-24, which was equivalent to 38 per cent of the total RMG exports volume (valued at US$50 billion in 2024). The second WB-funded project titled, 'Export competitiveness for jobs' worth US$119.12 million has been implemented since 2017 to strengthen competitiveness of the leather, footwear, light engineering and plastic goods. It is worthwhile to note in this connection that the WB project helped create 90,000 jobs. Similarly, an Asian Development Bank (ADB) loan worth US$300 million through 'Skills for Employment Investment Program' is indirectly linked to export diversification by way of improving the light engineering sector.

However, experts are of the view that such projects are not enough for diversifying the country's export sector. They, on the other hand, stressed overcoming the country's limitations regarding skilled manpower and technology, logistics, necessary market intelligence and, most importantly, Foreign Direct Investment (FDI). These limitations are holding back the economy's efforts at export diversification significantly.

Consider the phenomenal growth of our Southeast Asian neighbour Vietnam between 1995 and 2022. In 1995, its overall export was worth US$4.83 billion, whereas in 2022 it was a whopping US$384 billion with which Bangladesh hardly bears comparison. The reason for Vietnam's success lies in its diversification of exports into areas like electronics, automobiles, processed agricultural goods, etc. Bangladesh, on the other hand, at US$4.18 billion in 1995, could earn a

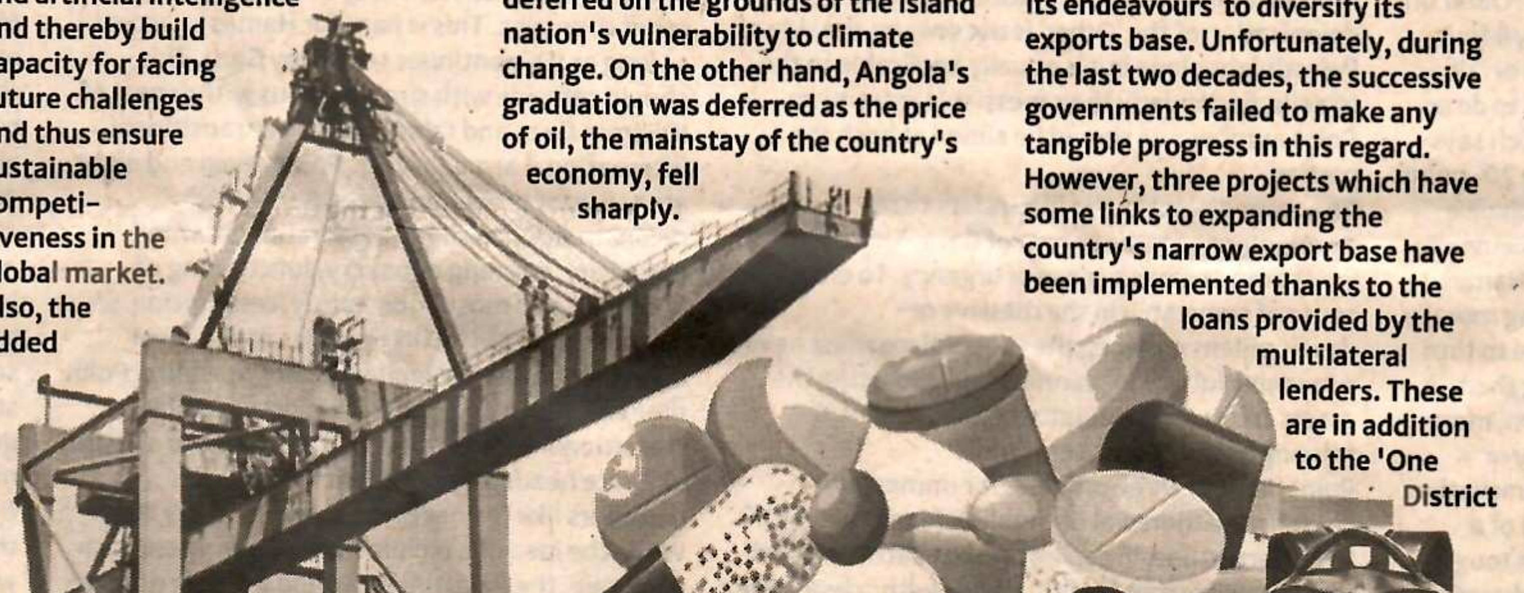

preferential treatment that Bangladeshi export goods now enjoy in the EU market would be withdrawn at the end of the three years' post-graduation grace period in 2029. The concern is after 2029, the EU would impose 12 per cent tariff on our export products. That could lead to a 6.0 to 14 per cent drop in exports, the business leaders fear. Exports to Japan and Canada would also face higher tariffs. Obviously, as a consequence Bangladeshi exportable goods would lose their competitiveness in the international market. So, to avoid such prospects, the business community has been pushing for the deferment of the LDC graduation. At a press conference held in late August this year, the trade bodies in favour of deferment expressed optimism that the extended period, if granted, would provide them with greater scope for export diversification, development of skilled manpower in automation and artificial intelligence and thereby build capacity for facing future challenges and thus ensure sustainable competi-tiveness in the global market. Also, the added patent rules stricter for Bangladesh's pharmaceutical sector and thereby increase compliance costs. So, if the graduation time is extended by five to six years as requested by trade leaders, Bangladesh could meanwhile get the opportunity to secure trade deals with different countries as well as economic blocs, the business leaders believed.

The independent UN review will be carried out by an international consultant in collaboration with a Bangladeshi expert so as to ensure a comprehensive and balanced evaluation of the economy. The review is expected to start within a month and concluded by mid-January 2026. However, according to experts, though the UN review would be helpful for Bangladesh's case for deferment, yet there is no guarantee that it would lead to the expected result. But Bangladesh can still argue in favour of deferment showing that the Solomon Islands' graduation was deferred on the grounds of the island nation's vulnerability to climate change. On the other hand, Angola's graduation was deferred as the price of oil, the mainstay of the country's economy, fell sharply.

Moreover, it has recently underwent a violent political change following a student-led upsurge in July 2024. So, the arguments in support of deferment of Bangladesh's LDC graduation seem sufficiently persuasive. Bangladesh can also put the argument to the visiting UN team that the country's readiness in accordance with its Smooth Transition Strategy (STS) is still not satisfactory if only due to last year's violent political transition and uncertain economic situation.

Notably, Bangladesh's first deferment of graduation until 2026 came through an assessment in 2021. Initially, a transition period of three years was granted, which was later extended for five years as a fallout from the severe Covid-19 pandemic.

While Bangladesh should spare no effort to delay its graduation for a period necessary for its preparation, it should not also forget to intensify its endeavours to diversify its exports base. Unfortunately, during the last two decades, the successive governments failed to make any tangible progress in this regard. However, three projects which have some links to expanding the country's narrow export base have been implemented thanks to the loans provided by the multilateral lenders. These are in addition to the 'One District US$50 billion in 2024). The second WB-funded project titled, 'Export competitiveness for jobs' worth US$119.12 million has been implemented since 2017 to strengthen competitiveness of the leather, footwear, light engineering and plastic goods. It is worthwhile to note in this connection that the WB project helped create 90,000 jobs. Similarly, an Asian Development Bank (ADB) loan worth US$300 million through 'Skills for Employment Investment Program' is indirectly linked to export diversification by way of improving the light engineering sector.

However, experts are of the view that such projects are not enough for diversifying the country's export sector. They, on the other hand, stressed overcoming the country's limitations regarding skilled manpower and technology, logistics, necessary market intelligence and, most importantly, Foreign Direct Investment (FDI). These limitations are holding back the economy's efforts at export diversification significantly.

Consider the phenomenal growth of our Southeast Asian neighbour Vietnam between 1995 and 2022. In 1995, its overall export was worth US$4.83 billion, whereas in 2022 it was a whopping US$384 billion with which Bangladesh hardly bears comparison. The reason for Vietnam's success lies in its diversification of exports into areas like electronics, automobiles, processed agricultural goods, etc. Bangladesh, on the other hand, at US$4.18 billion in 1995, could earn a revenue of merely US$59 billion in 2022. That is because, we are left with no other options.

So, whether Bangladesh succeeds in getting a deferment of its LDC graduation or ignores the UN's reassessment by January 2026, it must redouble its efforts to diversify exports keeping in mind the path taken by Vietnam.

sfalim.ds@gmail.com

ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

0 6 OCT 2025

Q1 exports rise, offset Sept fall

Sept export contracts 4.61pc to $3.62b on RMG downturn

FE REPORT

Bangladesh experiences ups and downs in export performance in the first quarter of the current fiscal year with the three-month earnings posting an overall growth of 5.64 per cent to US$12.31 billion, outweighing a monthly fall in September.

The country's merchandise exports recorded a 4.61-percent fall in September year on year, pulled down by a negative growth of the largest foreign-currency earner-- readymade garments or RMG.

Last month's receipt was US$3.62 billion, down from US$ 3.80 billion in September 2024, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released Sunday.

The monthly export decline came for a second consecutive month, after a strong start to the fiscal year (FY) 2025-26 with exports posting robust double-digit growth of around 25 per cent in July, when earnings reached $4.77 billion.

FROM PAGE 1 COL 2

In August, export earnings fell by 2.93 per cent year on year.

Out of the total US$3.62 billion in monthly receipt, RMG fetched US$2.83 billion in a 5.66-percent negative growth compared to that of September 2024 earnings, EPB data revealed.

Within the apparel segment, knitwear exports fell by 5.75 per cent to US$ 1.63 billion, while woven garments decreased by 5.54 per cent to US$1.20 billion.

Notwithstanding the monthly decline, the RMG sector still recorded a 4.79-percent year-on-year growth during the July-September period of FY'26, earning $9.97 billion, up from $9.51billion in the same period last year.

Sources say while the strong performance in July reflects resilience, the slowdown in August and September highlights challenges for Bangladesh's export sector amid fluctuating global demand and evolving market dynamics.

Asked about the export situation, Inamul Haq Khan, senior vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), termed the growth 'normal'.

"August to October is the lean period when order flow remained low," he explains. "And factories, mostly small and medium ones, suffer most when order placement becomes slow or lower."

Talking to The Financial Express, Faisal Samad, director of BGMEA, said there are many factories that are running eight hours a day, indicating that there are shortages of work.

Echoing Mr Samad's view, Mr Haq says factories that are doing business with Australian buyers have the opposite situation because of the season there.

Both leaders, however, say demand from the US has not increased as much as they expected after the 20-percent additional tariff announced for Bangladesh.

Other export sectors showed mixed results.

Home textile exports rose 7.98 per cent during July-September to $206.62 million.

Leather and leather products earned $319.74 million, up 10.60 per cent year-on-year, though leather footwear exports fell by 9.85 per cent in September, reflecting pricing and competitiveness challenges in international markets.

The agricultural sector saw a 1.54-percent growth, with vegetable exports surged 47.62 per cent to $276.57 million during the first three months of the fiscal year.

Jute-and jute-goods exports rose by 3.73 per cent to $192.89 million, while frozen and live fish exports jumped 24.43 per cent to $126.12 million.

Pharmaceutical exports also grew strongly, up 12.08 per cent to $54.54 million.

Munni_fe@yahoo.com

The Business Standard
06 OCT 2025

Exports slide 4.61% in September but higher remittance offers relief

ECONOMY – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's two major external lifelines – exports and remittances – moved in opposite directions in September, painting a mixed picture of the economy's external health.

According to data released by the Bangladesh Bank and the Export Promotion Bureau (EPB) on Sunday, remittance inflows rose by 11.67% year-on-year to $2.69 billion, while merchandise exports fell by 4.61% to $3.63 billion, weighed down by a slump in readymade garment (RMG) shipments.

EPB figures show that knitwear exports fell by 5.75% I SEE PAGE 4 COL 1

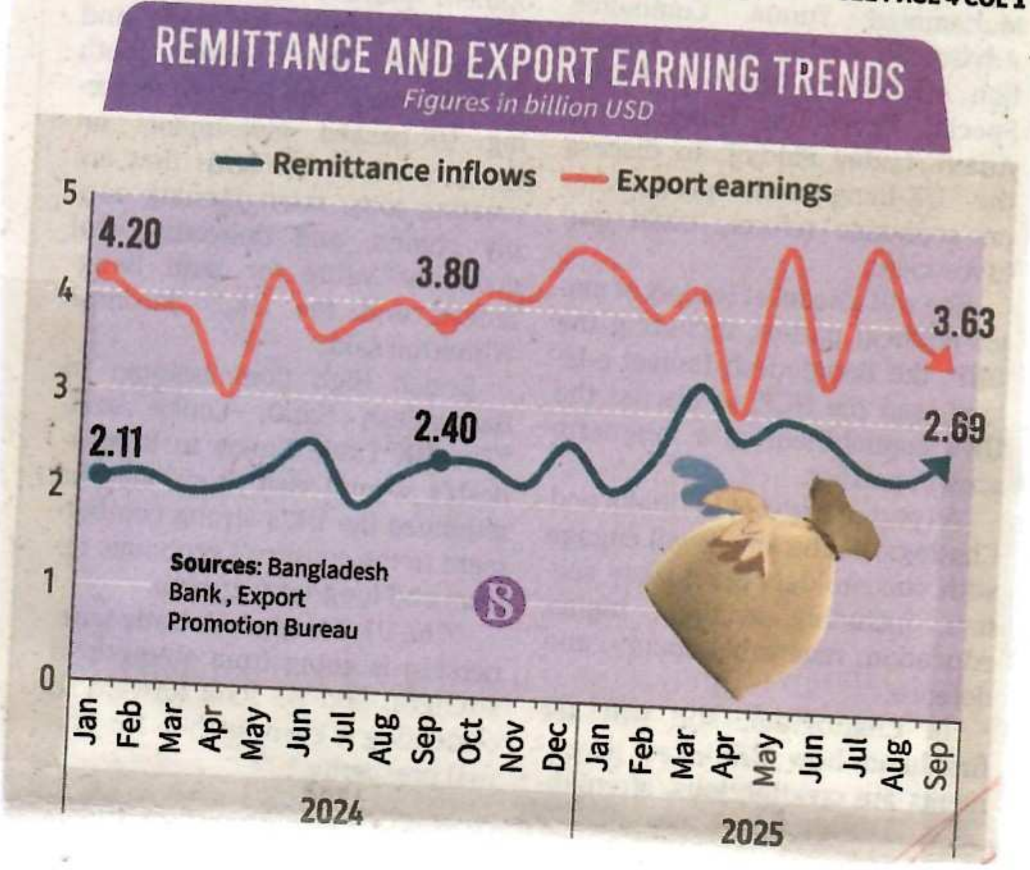

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Business Standard

06 OCT 2025

US soybean farmers, deserted by big buyer China, scramble for other importers including Bangladesh

- US soybean exports plunge as China halts purchases amid trade war
- Farmers scramble for new buyers - Nigeria, Vietnam, Bangladesh - but gains remain minimal

China once bought 45% of US soybeans; exports now down 39% by volume, 51% by value

- Farmers forced to store crops as prices hit five-year lows
- Illinois farmers facing up to $64 per-acre losses this season

TRADE - WORLD

REUTERS

A trade mission to Nigeria. A memorandum of understanding with Vietnam. A surge of purchases from Bangladesh.

These countries are not typically major customers for soybeans from the US farm belt. But desperate farmers, their trade organisations and President Donald Trump's administration are turning to far corners of the world in hopes of averting a disaster for agriculture from a trade war that has kept China from purchasing US supplies.

The efforts so far are failing to offset the loss of the country's biggest customer for the crop, data and interviews show, with financial pain extending to tractor makers and other agricultural businesses.

For the first time in more than 20 years, Chinese importers have not yet bought soybeans from the autumn US harvest, forcing farmers to store their crops on the hopes that prices will eventually rise from around a five-year low. It is a risk that delays their ability to bring in money from crop sales at a time when they face rising costs for everything from labour and energy to fertiliser.

In a sign that hard times are expected to continue in rural America, Trump has promised to give proceeds from tariff revenues.

On Thursday, US Treasury Secretary Scott Bessent said the government would make an announcement on Tuesday about support for farmers.

Tit-for-tat tariffs that Washington and Beijing imposed on each other's goods this year have made US soybeans too expensive for Chinese buyers, leading importers to buy from South America instead.

But alternative markets for US exports are tiny by comparison and have not replaced China, long the world's biggest importer by far.

The crisis is particularly acute in Illinois, the largest US soybean-producing and exporting state.

China purchased about 45% of all US soybean exports last year - and usually secures about 40% of its annual US soybean needs by early October, said Ted Seifried, chief market strategist for Zaner Ag Hedge in Chicago.

US soybean exports to China dropped 39% by volume to 5.9 million tonnes from January to July, before the autumn harvest began, the latest government data show. By value, shipments sank 51% to $2.5 billion, robbing farmers of billions of dollars' worth of business.

The US made a big increase in exports to Bangladesh at just over 400,000 tonnes, a fraction of China's typical demand. Despite rising shipments to Vietnam, Egypt, Thailand and Malaysia, total US soybean exports were down 8% by volume from the same period a year ago to 18.9 million tonnes.

With more than 1.4 billion people and the world's biggest hog herd, China is hard to replace as a soybean buyer. It has imported an average of 61% of the world's traded soybean supplies over the past five years, more than the rest of the world combined, according to the American Soybean Association.

In 2024, the US exported nearly 27 million tonnes of soybeans to China and 5 million tonnes to Mexico, the second biggest buyer.

"The soybean farmers of our country are being hurt because China is, for 'negotiating' reasons only, not buying," Trump wrote on Truth Social on Wednesday. He said soybeans would be a major topic of discussion when he meets with Chinese President Xi Jinping in four weeks.

China's business is now going to South America, as it did during Trump's last trade war.

Last month, US soybeans were about 80 cents to 90 cents a bushel cheaper than Brazilian soybeans for shipment in September or October, but China's 23% tariff on US shipments added $2 a bushel to the cost for importers, traders have said.

In Argentina, the government of President Javier Milei briefly suspended export taxes on soybeans in September, luring Chinese buyers who swiftly booked cargoes, traders said.

The deals infuriated US farmers shut out of China, as Bessent said Washington was negotiating to support Mile, a Trump ally, financially with a $20 billion swap line for Argentina.

"The frustration is overwhelming," said Caleb Ragland, 39, a Kentucky farmer and president of the American Soybean Association.